কাজী নজরুল ইসলাম

অগ্নিবীণা

অগ্নিবীণা

প্রলয়োল্লাস

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

আস্‌ছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙ্‌ল আগল!
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে—
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আস্‌ছে ভয়ঙ্কর!
ওরে ঐ হাস্‌ছে ভয়ঙ্কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপ্‌টা মেরে গগন দুলায়,
সর্ব্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায়!
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে
দোদুল দোলে!
অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়!
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল-তলে!
বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর 'পর—
হাঁকে ঐ "জয় প্রলয়ঙ্কর!"
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!

মাভৈঃ মাভৈঃ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে!
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ঐ বিনাশে!
এবার মহা-নিশার শেষে
আস্‌বে ঊষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে!

দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভর্‌বে এবার ঘর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!

ঐ সে মহাকাল সারথি রক্ত-তড়িত চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড় তুফানে!
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে!
গগন-তলের নীল খিলানে।
অন্ধ কারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে
পাষাণ-স্তূপে!
এই তো রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর—
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? —প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!
আস্‌ছে নবীন—জীবন-হারা অসুন্দরে কর্‌তে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় ব'য়েও আস্‌ছে হেসে—
মধুর হেসে!
ভেঙে আবার গ'ড়তে জানে সে চির-সুন্দর!!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!

ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর্!
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর।—
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

বিদ্রোহী

বল বীর—
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজ টীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির!

আমি চিরদুর্দ্দম, দুর্ব্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,

আমি দুর্ব্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানিনাকো কোন আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন্!
আমি ধূর্জ্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর!
বল বীর—
চির- উন্নত মম শির!

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ,
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি-ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল!
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ আমি ঝঞ্ঝা!
আমি মহামারী আমি ভীতি এ ধরিত্রীর!
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার, আমি উষ্ণ চির-অধীর।

বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির!

আমি চির-দুরন্ত দুর্ম্মদ,
আমি দুর্দ্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দ্দম্ হ্যায় হর্দ্দম্ ভরপুর-মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান।
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য্য।
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির!
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর
বল বীর—
চির- উন্নত মম শির!

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক!
আমি বেদূঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!
আমি বজ্র, ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাকপাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্ম্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!
আমি ক্ষ্যাপা দুর্ব্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব!

আমি প্রাণ-খোলা হাসিউল্লাস,–আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস!
আমি কভু প্রশান্ত,–কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তুরুণ, আমি বিধির দর্পহারী!
আমি প্রভঞ্জনের উল্লাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল্-দোল্!–

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি!
আমি উন্মন-মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর।
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের।
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!
আমি গোপন-পিয়ার চকিত চাহনী ছল ক'রে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কন্-কন্।
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!
আমি উত্তর-বায়ু মলয়-অনিল উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিনী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি!

আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ মর্ত্ত্য করতলে,
তাজি বোর্‌রাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে!
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি' বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার কলরোল কল কোলাহল!
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি' ভূমিকম্প।
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি'–
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'!
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্বমায়ের অঞ্চল!

আমি অফিয়াসের বাঁশরী,
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্-ঘুম্
ঘুম্ চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম্
মম বাঁশরীর তানে পাশরি'!
আমি শ্যামের হাতে বাঁশরী।

বোর্‌রাক্–পক্ষীরাজ। তাজি–ঘোড়া।

আমি রুষে উঠি' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহী-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

আমি শ্রাবণ-প্লাবন বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী!
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্ব্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়!
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জ্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল মর্ত্ত্য!
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!—

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।

হাবিয়া দোজখ—সপ্তম নরক, এই নরকই ভীষণতম।

মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত।
আমি সেই দিন হব শান্ত।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন!
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত-শির!

রক্তাম্বর-ধারিণী মা

রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্ব'লে পুড়ে যাক শ্বেত বসন।
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন্ ঝন্।
সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মা গো,
জ্বাল সেথা জ্বাল কাল-চিতা।
তোমার খড়্গ-রক্ত হউক
স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা।
এলোকেশে তব দুলুক ঝঞ্ঝা
কাল-বৈশাখী ভীম তুফান,
চরণ-আঘাতে উদ্গারে যেন
আহত বিশ্ব রক্ত-বান।
নিঃশ্বাসে তব পেঁজা-তুলো সম
উড়ে যাক মা গো এই ভুবন,
অসুরে নাশিতে হউক বিষ্ণু-
চক্র মা তোর হেম কাঁকন।
টুটি টিপে মারো অত্যাচারে মা,
গল-হার হোক নীল ফাঁসি,

নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি'।
হাস খল খল, দাও করতালি,
বল হর হর শঙ্কর!
আজ হ'তে মা গো অসহায় সম
ক্ষীণ ক্রন্দন সম্বর।
মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক কর মা,
সে চাবুক কর নভ-তড়িৎ,
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝ'রে
লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ।
নিদ্রিত শিবে লাথি মার আজ,
ভাঙো মা ভোলার ভাঙ-নেশা,
পিয়াও এবার অ-শিব গরল
নীলের সঙ্গে লাল মেশা।
দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব-নাশিনী চণ্ডী-রূপ;
দেখাও মা ঐ কল্যাণ করই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ।
শ্বেত শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বর-ধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।

আগমনী

একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন—
ঝন রণরণ রণ ঝনঝন!
সেকি দমকি' দমকি'
ধমকি' ধমকি'
দামা-দ্রিমি-দ্রিমি গমকি' গমকি'
ওঠে চোটে চোটে,
ছোটে লোটে ফোটে!
বহ্নি-ফিনিকি চমকি' চমকি'
ঢাল-তলোয়ারে খনখন!
একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন
রণ ঝনঝন ঝন রণরণ!

হৈ হৈ রব
ঐ ভৈরব
হাঁকে, লাখে লাখে
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
লাল গৈরিক-গায় সৈনিক ধায় তালে তালে
ওই পালে পালে,

ধরা কাঁপে দাপে
জাঁকে মহাকাল কাঁপে থর থর!
রণে কড়কড় কাড়া-খাঁড়া-ঘাত,
শির পিষে হাঁকে রথ-ঘুর্ঘর-ধ্বনি ঘরঘর।
গুরু গরগর' বোলে ভেরী তুরী,
"হর হর হর"
করি' চিৎকার ছোটে সুরাসুর-সেনা হন-হন!
ওঠে ঝঞ্ঝা ঝাপটি' দাপটি' সাপটি'
হু-হু হু-হু হু-হু শন-শন!
ছোটে সুরাসুর-সেনা হন-হন!

তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ খল-খল-খল-খল-খল,
নাচে রণ-রঙ্গিনী সঙ্গিনী সাথে,
ধ্বকধ্বক জ্বলে জ্বল জ্বল!
বুকে মুখে চোখে রোস-হুতাশন!
রোশ্ কথা শোন্!

ঐ ডম্বরু-ঢোলে ডিমিডিমি বোলে,
ব্যোম মরুৎ স-অম্বর দোলে,
যম-বরুণ কী কল-কল্লোলে চলে উতরোলে
ধ্বংসে মাতিয়া, তাথিয়া, তাথিয়া
নাচিয়া রঙ্গে! চরণ ভঙ্গে'
সৃষ্টি সে টলে টলমল!

ওকি বিজয়-ধ্বনি সিন্ধু গরজে কল-কল্ কল কল-কল্!
ওঠে কোলাহল
কূট হলাহল
ছোটে মন্থনে পুনঃ রক্ত-উদধি
ফেনা-বিষ ক্ষরে গল-গল্!
টলে নির্বিকার সে বিধাত্রীরো গো
সিংহ-আসন টলমল!
কার আকাশ-জোড়া ও আয়ত নয়ানে
করুণা-অশ্রু ছলছল!

বাজে মৃত সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঁঝর ঝম্ ঝম,
নাচে ধূর্জ্জটি সাথে প্রমথ ববম্ বম্ বম্!
লাল লালে লাল ওড়ে ঈশানে নিশান যুদ্ধের,
ওঠে ওঙ্কার রণ-ডঙ্কার,
নাদে ওম্ ওম্ মহাশঙ্খ-বিষাণ রুদ্রের!
ছোটে রক্ত-ফোয়ারা বহ্নির বান রে!
কোটি বীর প্রাণ
ক্ষণে নির্ব্বাণ
তবু শত সূর্য্যের জ্বালাময় রোষ
গমকে শিরায় গম্‌গম্!
ভয়ে রক্ত-পাগল প্রেত-পিশাচেরও
শির-দাঁড়া করে চন্-চন্!
যত ডাকিনী যোগিনী বিস্ময়াহতা,
নিশীথিনী ভয়ে থম্‌থম্
বাজে মৃত সুরাসুর পাঁজরে ঝাঁঝর ঝম্‌ঝম্!

ঐ অসুর-পশুর মিথ্যা দৈত্য-সেনা যত
হত আহত করে রে দেবতা সত্য!
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, মাতাল রক্ত-সুরায়;
ত্রস্ত বিধাতা,
মত্ত পাগল পিণাক-পাণি স-ত্রিশূল প্রলয়-হস্ত ঘুরায়!
ক্ষিপ্ত সবাই রক্ত-সুরায়!

চিতার উপরে চিতা সারি সারি,
চারি পাশে তারি
ডাকে কুক্কুর গৃধিনী শৃগাল!
প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল!
প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল!!

রণ-রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ্ মহারণ,
দশ দিকে তাঁর দশ হাতে বাজে দশ প্রহরণ।
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে—
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর!

'নাই দানব
নাই অসুর—
চাই নে সুর,
চাই মানব!'—
বরাভয়-বাণী ঐ রে কা'র
শুনি নহে হৈ রৈ এবার!

ওঠ্ রে ওঠ্
ছোট্ রে ছোট্!
শান্ত মন,
ক্ষান্ত রণ!—

খোল্ তোরণ,
চল্ বরণ
করবো মা'য়,
ডরবো কায়?
ধরবো পা'য় কার সে আর
বিশ্ব-মা'ই পার্শ্বে যার?

আজ আকাশ-ডোবানো নেহারি তাঁহারি চাওয়া
ঐ শেফালিকা-তলে কে বালিকা চলে?
কেশের গন্ধ আনিছে আশিন হাওয়া!
এসেছে রে সাথে উৎপলাক্ষী চপলা কুমারী কমলা ঐ,
সরসিজ-নিভ শুভ্র বালিকা
এলো বীণা-পাণি অমলা ঐ!
এসেছে গণেশ,
এসেছে মহেশ,
বাস্‌রে বাস্
জোর উছাস!!
এলো সুন্দর সুর-সেনাপতি,
সব মুখ এ যে চেনা চেনা অতি!
বাস্‌রে বাস্ জোর উছাস!!

হিমালয়! জাগো! ওঠো আজি,
তব সীমা লয় হোক।
ভুলে যাও শোক—চোখে জল ব'ক,
শান্তির আজি শান্তি-নিলয় এ আলয় হোক!
ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক!
মা'র আবাহন-গীত্ চলুক!
দীপ জ্বলুক!
গীত্ চলুক!!
আজ কাঁপুক মানব-কলকল্লোলে কিশলয় সম নিখিল ব্যোম!
স্বা-গতম্!
স্বা-গতম্!!
মা-তরম্!
মা-তরম্!!
ঐ ঐ ঐ বিশ্বকণ্ঠে
বন্দনা-বাণী লুণ্ঠে—"বন্দে মাতরম্!!"

ধূমকেতু

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!
সাত— সাত শ'নরক-জ্বালা জ্বলে মম ললাটে!
মম ধূম-কুণ্ডলী ক'রেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে!
আমি স্রষ্টার বুকে সৃষ্টি-পাপের অনুতাপ-তাপ হাহাকার—
আর মর্ত্ত্যে শাহারা-গোবী-ছাপ
আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ!

আমি সর্ব্বনাশের ঝাণ্ডা উড়ায়ে বোঁও বোঁও ঘুরি শূন্যে,
আমি বিষ-ধূম-বাণ হানি একা ঘিরে ভগবান অভিমুন্যে।
শোঁও শন-নন-নন শন-নন-নন শাঁই শাঁই,
ঘুর পাক্ খাই, ধাই পাঁই পাঁই
মম পুচ্ছে জড়ায়ে সৃষ্টি;
করি উল্কা-অশনি-বৃষ্টি,—
আমি একটা বিশ্ব গ্রাসিয়াছি, পারি গ্রাসিতে এখনো ত্রিশটি।
আমি অপঘাত দুর্দ্দৈব রে আমি সৃষ্টির অনাসৃষ্টি!

আমি আপনার বিষ-জ্বালা মদ-পিয়া মোচড় খাইয়া খাইয়া
জোর বুঁদ্ হ'য়ে আমি চ'লেছি ধাইয়া ভাইয়া!
শুনি মম বিষাক্ত, 'রিরিরিরি'-নাদ
শোনায় দ্বিরেফ-গুঞ্জন সম বিশ্ব-ঘোরার প্রণব-নিনাদ!
মম ধূর্জ্জটি-শিখ করাল-পুচ্ছে
দশ অবতারে বেঁধে ঝাঁটা ক'রে ঘুরাই উচ্চে, ঘুরাই—
আমি অগ্নি-কেতন উড়াই!

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!
ঐ বামন বিধি সে আমারে ধরিতে বাড়িয়েছিল রে হাত
মম অগ্নি-দাহনে জ্ব'লে পুড়ে তাই ঠুঁটো সে জগন্নাথ!
আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ চাতুরী,
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে ঠুঁকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি,
আমি জানি জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তা'ও!
তাই বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তা'ও!
তোর নিযুত নরকে ফুঁ দিয়ে নিবাই মৃত্যুর মুখে থুথু দি,
আর যে যত রাগে রে তারে তত কাল্ আগুনের কাতুকুতু দি,
মম তুরীয় লোকের তির্য্যক্-গতি তূর্য্য-গাজন বাজায়!
মম বিষ-নিঃশ্বাসে মারীভয় হানে অরাজক যত রাজায়।

কচি শিশু-রসনায় ধানী-লঙ্কার পোড়া ঝাল
আর বদ্ধ কারায় গন্ধক ধোঁয়া, এসিড, পটাস, মোম্‌ছাল,
আর কাঁচা কলিজায় পচা ঘা'র সম সৃষ্টিরে আমি দাহ করি
আর স্রষ্টারে আমি চুষে খাই!
পেলে বাহান্ন-শও জাহান্নমেও আধা চুমুকে সে শুষে যাই!

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!
আমি শি শি শি প্রলয়-শিশ্ দিয়ে ঘুরি কৃতঘ্নী ঐ বিশ্বমাতার শোকাগ্নি
আমি ত্রিভুবন তার পোড়ায়ে মারিয়া আমিই করিব মুখাগ্নি!
তাই আমি ঘোর তিক্ত সুখে রে, একপাক ঘু'রে বোঁও ক'রে ফের দু'পাক নি,
কৃতঘ্নী আমি কৃতঘ্নী ঐ বিশ্বমাতার শোকাগ্নি!
পঞ্জর মম খর্পরে জ্বলে নিদারুণ যেই বৈশ্বানর,
শোন্ রে মর, শোন্ অমর!—
সে যে তোদের ঐ বিশ্বপিতার চিতা!
এ চিতাগ্নিতে জগদীশ্বর পুড়ে ছাই হবে, হে সৃষ্টি জান কি তা?
বল কি? কি বল? ফের বল ভাই আমি শয়তান-মিতা!
হো হো ভগবানে আমি পোড়াব বলিয়া জ্বালায়েছি বুকে চিতা।
ছোট্ শন্ শন্ শন্ ঘর্ ঘর্ ঘর্ সাঁই সাঁই!
ছোট্ পাঁই পাঁই!
তুই অভিশাপ তুই শয়তান তোর অনন্তকাল পরমাই!
ওরে ভয় নাই তোর মার নাই!!
তুই প্রলয়ঙ্কর ধূমকেতু,
তুই উগ্র ক্ষিপ্ত তেজ-মরীচিকা, ন'স্ অমরার ঘুষ-সেতু
তুই ভৈরব ভয় ধূমকেতু!

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!

ঐ ঈশ্বর-শির উল্লঙ্ঘিতে আমি আগুনের সিঁড়ি,
আমি বসিব বলিয়া পেতেছে ভবানী ব্রহ্মার বুকে পিঁড়ি!
ক্ষ্যাপা মহেশ্বর বিক্ষিপ্ত পিণাক, দেবরাজ-দম্ভোলি
লোকে বলে মোরে শুনে হাসি আমি আর নাচি বব-বম্ বলি!

এই শিখায় আমার নিযুত ত্রিশূল বাশুলি বজ্র-ছড়ি
ওরে ছড়ানো র'য়েছে, কত যায় গড়াগড়ি!
মহা সিংহাসনে সে কাঁপিছে বিশ্ব-সম্রাট্ নিরবধি,
তার ললাটে তপ্ত অভিশাপ-ছাপ এঁকে দিই আমি যদি!
তাই টিটকিরি দিয়ে হাহা হেসে উঠি,
সে হাসি গুমরি লুটায়ে পড়ে রে তুফান ঝঞ্ঝা সাইক্লোনে টুটি'!

আমি বাজাই আকাশে তালি দিয়া 'তাতা-উর্-তাক্'
আর সোঁও সোঁও ক'রে প্যাঁচ দিয়ে খাই চিলে-ঘুড়ি সম ঘুরপাক।
মম নিঃশ্বাস আভাসে অগ্নি-গিরির বুক ফেটে উঠে ঘুৎকার,
আর পুচ্ছে আমার কোটি নাগ-শিশু উদ্গারে বিষ-ফুৎকার।
কাল- বাঘিনী যেমন ধরিয়া শিকার
তখনি রক্ত শোষে না রে তার,
দৃষ্টি-সীমায় রাখিয়া তাহারে উগ্রচণ্ড সুখে
পুচ্ছ সাপটি' খেলা করে আর শিকার মরে সে ধুঁকে!
তেমনি করিয়া ভগবানে আমি
দৃষ্টি-সীমায় রাখি দিবাযামী
ঘিরিয়া ঘিরিয়া খেলিতেছি খেলা, হা'সি' পিশাচের হাসি
এই অগ্নি-বাঘিনী আমি সে সর্ব্বনাশী!

আজ রক্ত-মাতাল উল্লাসে মাতি রে—
মম পুচ্ছে ঠিকরে দশগুণ ভাতি,
রক্ত রুদ্র উল্লাসে মাতি রে!
ভগবান্? সে তো হাতের শিকার।—মুখে ফেনা উঠে মরে!
ভয়ে কাঁপিছে কখন পড়ি গিয়া তার আহত বুকের 'পরে।

অথবা যেন রে অসহায় এক শিশুরে ঘিরিয়া
অজগর কাল-কেউটা সে কেনো ফিরিয়া ফিরিয়া
চায়, আর ঘোরে শন্ শন্ শন্,
ভয়-বিহ্বল শিশু তার মাঝে কাঁপে রে যেমন—
তেমনি করিয়া ভগবানে ঘিরে
ধূমকেতু-কালনাগ অভিশাপ ছুটে চলেছি রে;
আর সাপে-ঘেরা অসহায় শিশু সম
বিধাতা তোদের কাঁপিছে রুদ্র ঘূর্ণির মাঝে মম!
আজিও ব্যথিত সৃষ্টির বুকে ভগবান কাঁপে ত্রাসে,
স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি পাছে বা বড় হ'য়ে তারে গ্রাসে!

কামাল পাশা

[তখন শরৎ-সন্ধ্যা। আসমানের আঙিনা তখন কারবালা ময়দানের মত খুনখারাবীর রঙে রঙীন। সেদিনকার মহা-আহবে গ্রীক-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ সৈন্যই রণস্থলে হত অবস্থায় রহিয়াছে। বাকী সব প্রাণপণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে। তুরস্কের জাতীয় সৈন্যদলের কাণ্ডারী বিশ্বত্রাস মহাবাহু কামাল পাশা মহা হর্ষে রণস্থল হইতে তাম্বুতে ফিরিতেছেন। বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদল মহা কল্লোলে অম্বর ধরণী কাঁপাইয়া তুলিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের বুকে পিঠে দুইজন করিয়া নিহত বা আহত সৈন্য বাঁধা। যাহারা ফিরিতেছে তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোলা-গুলির আঘাতে, বেয়নেটের খোচায় ক্ষত-বিক্ষত, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন-ভিন্ন, পা হইতে মাথা পর্যন্ত রক্ত-রঞ্জিত। তাহাদের কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নাই। উদ্দাম বিজয়োন্মাদনার নেশায় মৃত্যু-কাতর রণক্লান্তি ভুলিয়া গিয়া তাহারা যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ভাঙা সঙ্গীনের আগায় রক্তফেজ উড়াইয়া, ভাঙা খাটিয়া-আদিদ্বারা-নির্মিত এক অভিনব চৌদোলে কামালকে বসাইয়া বিষম হল্লা করিতে করিতে তাহারা মার্চ করিতেছে। ভূমিকম্পের সময় সাগর-কল্লোলের মত তাহাদের বিপুল বিজয়ধ্বনি আকাশে-বাতাসে যেন কেমন একটা ভীতি-কম্পন সৃষ্টি করিতেছে। বহু দূর হইতে সে রণ-তাণ্ডব নৃত্যের ও প্রবল ভেরী-তূরীর ঘনরোল শোনা যাইতেছে। অত্যধিক আনন্দে অনেকেরই ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতেছিল। অনেকেরই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

সৈন্যবাহিনী দাঁড়াইয়া। হাবিলদার-মেজর তাহাদের মার্চ্চ করাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বিজয়োন্মত্ত সৈন্যগণ গাহিতেছিল,—

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল ভাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর মার্চ্চের হুকুম করিল :— কুইক মার্চ্চ!]

লেফ্‌ট্‌! রাইট্‌! লেফ্‌ট্‌!!
লেফ্‌ট্‌! রাইট্‌! লেফ্‌ট্‌!!

[সেনাগণ গাহিতে গাহিতে মার্চ্চ করিতে লাগিল]

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল ভাই!
কামাল তু নে! কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর :— লেফ্‌ট্‌! রাইট্‌!]

সাব্বাস্‌ ভাই! সাব্বাস্‌ দিই, সাব্বাস্‌ তোর শম্‌শেরে!
পাঠিয়ে দিলি দুষ্‌মনে সব যম-ঘর একদম্‌-সে রে!
বল্‌ দেখি ভাই, বল্‌ হাঁ রে,
দুনিয়ায় কে ডর্‌ করে না তুর্কীর তেজ্‌ তলোয়ারে?

[লেফ্‌ট্‌! রাইট্‌! লেফ্‌ট্‌!]

তু নে—তুমি। শম্‌শেরে—তরবারিকে। কামাল কিয়া—অভাবনীয় কাণ্ড ক'রলে অসম্ভব সম্ভব ক'রলে। কামাল মানে কিন্তু 'পূর্ণ'।

খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া!
বুজ্‌দিল্‌ ঐ দুষ্‌মন্‌ সব বিল্‌কুল্‌ সাফ হো গিয়া!
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া,
হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো হো!
দস্যুগুলোয় সাম্‌লাতে যে এম্‌নি দামাল কামাল চাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর :— সাবাস্‌ সিপাই! লেফ্‌ট্‌! রাইট্‌!]

শির হ'তে এই পাঁও তক্‌ ভাই লাল-লালে-লাল খুন মেখে
রণ-ভীতুদের শান্তি-বাণী শুন্‌বে কে?
পিণ্ডারীদের খুন-রঙীন
নোখ-ভাঙ্গা এই নীল সঙীন
তৈয়ার হেয় হর্দম ভাই ফাড়তে যিগর্‌ শত্রুদের।
হিংসুক-দল! জোর তুলেছি শোধ্‌ তোদের!
সাবাস্‌ জোয়ান! সাবাস্‌!
ক্ষীণ-জীবী ঐ জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্‌—
এম্‌নি ক'রে রে—
এম্‌নি জোরে রে—
ক্ষীণ-জীবী ঐ জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্‌!
ঐ চেয়ে দ্যাখ্‌ আস্‌মানে আজ রক্ত-রবির আভাস!
সাবাস্‌ জোয়ান! সাবাস্‌!!

[লেফ্‌ট্‌! রাইট্‌! লেফ্‌ট্‌!]

খুব কিয়া—আচ্ছা করেছ। বুজদিল—ভীরু, কাপুরুষ। পাঁও তক্‌—পা পর্য্যন্ত। বিলকুল সাফ হো গিয়া—একদম পরিষ্কার হ'য়ে গেছে।

হিংসুটে ঐ জীবগুলো ভাই নাম ডুবালে সৈনিকের,
তাই তারা আজ নেস্ত-নাবুদ, আমরা মোটেই হই নি জের!
পরের মুলুক লুট ক'রে খায় ডাকাত তারা ডাকাত!
তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত!
কি বল ভাই শ্যাঙাত্?
হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো হো!
দনুজ-দলে দ'ল্‌তে দাদা এম্‌নি দামাল কামাল চাই!
কামাল তু নে! কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর :– রাইট্ হুইল! লেফ্‌ট্! রাইট! লেফ্‌ট্!
সৈন্যগণ ডানদিকে মোড় ফিরিল।]

আজাদ মানুষ বন্দী ক'রে অধীন ক'রে স্বাধীন দেশ,
কুল্ মুলুকের কুষ্টি ক'রে জোর দেখালে ক'দিন বেশ,
মোদের হাতে তুর্কী-নাচন নাচ্‌লে তাধিন্ তাধিন্ শেষ!
হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো হো!
বদ্-নসিবের বরাত খারাপ বরাদ্দ তাই ক'র্‌লে কি না আল্লায়,
পিশাচগুলো প'ড়ল এসে পেল্লায় এই পাগলাদেরই পাল্লায়!
এই পাগলাদেরই পাল্লায়!
হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো–
ওদের কল্লা দেখে আল্লা ডরায়, হল্লা শুধু হল্লা,
ওদের হল্লা শুধু হল্লা,

নেস্ত-নাবুদ–ধ্বংস-বিধ্বংস। কুল্ মুলুক–সমস্ত দেশটা। আজাদ–মুক্ত। জের–পরাভূত। বদ্-নসিব–দুর্ভাগ্য।

এক মুর্গির জোর গায়ে নেই, ধ'র্‌তে আসেন তুর্কী তাজী,
মর্দ গাজী মোল্লা!–
হাঃ! হাঃ! হাঃ!
হেসে নাড়ীই ছেঁড়ে বা!
হা হা হাঃ! হাঃ! হাঃ!

[হাবিলদার-মেজর :– সাবাস্ সিপাই! লেফ্‌ট! রাইট্! লেফ্‌ট্!
সাবাস্ সিপাই! ফের বল ভাই!]

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল তাই।
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর :– লেফ্‌ট্ হুইল! ম্যাজয়্ ওয়ার! রাইট্ লাইন্!–
লেফ্‌ট্! রাইট্! লেফ্‌ট্!]

[সেনাদের আঁখির সামনে অস্ত-রবির আশ্চর্য্য রঙের খেলা ভাসিয়া উঠিল।]

দেখ্‌চ কি দোস্ত অমন ক'রে? হৌ হৌ হৌ!
সত্যি তো ভাই! সন্ধ্যেটা আজ দেখতে যেন সৈনিকেরই বৌ!
শহীদ সেনার টুকটুকে বৌ লাল-পিরাহাণ-পরা,
স্বামীর খুনের ছোপ-দেওয়া, তায় ডগ্‌ডগে আন্‌কোরা!–
না না না,–কল্‌জে যেন টুক্‌রো-ক'রে কাটা
হাজার তরুণ শহীদ বীরের,–শিউরে ওঠে গা'টা!
আস্‌মানের ঐ সিং-দরজায় টাঙিয়েছে কোন্ কসাই!
দেখতে পেলে এক্ষুণি গ্যে এই ছোরাটা কল্‌জেতে তার বসাই!
মুণ্ডটা তার খসাই!
গোস্বাতে আর পাই নে ভেবে কি যে করি দশাই!

[হাবিলদার-মেজর–সাবাস্ সেপাই! লেফ্‌ট্! রাইট! লেফ্‌ট!]

তাজী–যুদ্ধাশ্ব। পিরাহাণ–পিরাণ। গোস্বা–ক্রোধ।

[ঢালু পার্ব্বত্য পথ, সৈন্যগণ বুকের পিঠের নিহত ও আহত সৈন্যদের ধরিয়া সন্তর্পণে নামিল।]

আহা কচি ভাইরা আমার রে!!
এমন কাঁচা জানগুলো, খান্ খান্ ক'রেছে কোন্ সে চামার রে?
আহা কচি ভাইরা আমার রে!!

[সামনে উপত্যকা। হাবিলদার-মেজর— লেফ্ট্ ফর্ম্!]
সৈন্যবাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া গেল! হাবিলদার-মেজর :— ফরওয়ার্ড!
লেফ্ট্! রাইট্! লেফ্ট্!]

আস্‌মানের ঐ আঙ্‌রাখা
খুন-খারাবীর রং মাখা,
কিং খুবসুরৎ বাঃ রে বা!
জোর বাজা ভাই কাহারবা!
হোক্ না ভাই এ কারবালা ময়দান—
আমরা যে গাই সাচ্চারই জয়-গান!
হোক্ না এ তোর কারবালা ময়দান্!!
হুররো হো
হুররো—

[সামনে পার্ব্বত্য পথ—হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিতে লাগিল। হুকুম দিয়া গেল :— "মার্ক টাইম্!" সৈন্যগণ এক স্থানেই দাঁড়াইয়া পা আছড়াইতে লাগিল—]

দ্রাম্! দ্রাম্! দ্রাম্!
লেফ্ট্! রাইট্! লেফ্ট্!
দ্রাম্! দ্রাম্! দ্রাম্!
আস্‌মানে ঐ ভাসমান যে মস্ত দুটো রং-এর তাল,
একটা নিবিড় নীল-সিয়া আর একটা খুবই গভীর লাল,—
বুঝলে ভাই! ঐ নীল-সিয়াটা শত্রুদের!
দেখতে নারে কারুর ভালো,
তাই তো কালো রক্ত-ধারার বইছে শিরায় স্রোত ওদের।

খুবসুরৎ—সুন্দর। সিয়া—কৃষ্ণবর্ণ।

হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল!
গৃধ্নু ওরা, লুব্ধ-ওদের লক্ষ্য অসুর দল—
হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল!
জালিম ওরা অত্যাচারী!
সার জেনেছে সত্য যাহা হত্যা তারই!
জালিম ওরা অত্যাচারী!
সৈনিকের এই গৈরিকে ভাই—
জোর অপমান ক'রলে ওরাই,
তাই তো ওদের মুখ কালো আজ, খুন যেন নীল জল!—
ওরা হিংস্র পশুর দল!
ওরা হিংস্র পশুর দল!!

[হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিয়া ফিরিয়া অর্ডার দিল :— ফরওয়ার্ড! লেফ্ট্ হুইল—
সৈন্যগণ আবার চলিতে লাগিল—লেফ্ট্! রাইট্! লেফ্ট্!]

সাচ্চা ছিল সৈন্য যারা শহীদ হ'ল ম'রে।
তোদের মতন পিঠ ফেরে নি প্রাণটা হাতে ক'রে—
ওরা শহীদ হ'ল ম'রে!
পিট্‌নী খেয়ে পিঠ যে তোদের টিট্ হ'য়েছে! কেমন?
পৃষ্ঠে তোদের বর্শা বেঁধা, বীর সে তোরা এমন!
মুর্দারা সব যুদ্ধে আসিস! যা যা!
খুন দেখেছিস্ বীরের? হা দেখ্ টুক্‌টুকে লাল কেমন গরম তাজা!

[বলিয়াই কটিদেশ হইতে ছোরা খুলিয়া হাতের রক্ত লইয়া দেখাইল]

মুর্দারা সব যা যা!!
এঁরাই বলেন হবেন রাজা!
আরে যা যা! উচিত সাজা
তাই দিয়েছে শক্ত ছেলে কামাল ভাই!

[হাবিলদার-মেজর :— সাবাস্ সিপাই!]

জালিম—উৎপীড়ক। মুর্দা—মৃত।

এই তো চাই! এই তো চাই!
থাক্‌লে স্বাধীন সবাই আছি, নেই তো নাই, নেই তো নাই!
এই তো চাই!!

[কতকগুলি লোক অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহাদের দেখিয়া সৈন্যগণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল।]

মার্ দিয়া ভাই মার্ দিয়া
দুষ্‌মন্ সব হার্ গিয়া!
কিল্লা ফতে হো গিয়া!
পরওয়া নেহি, যানে দো ভাই যো গিয়া!
কিল্লা ফতে হো গিয়া!
হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো হো!

[হাবিলদার-মেজর :— সাবাস্ জোয়ান! লেফ্‌ট্! রাইট্!]

জোর্‌সে চলো পা মিলিয়ে,
গা হেলিয়ে,
এম্‌নি ক'রে হাত দুলিয়ে!
দাদ্‌রা তালে 'এক দুই তিন' পা মিলিয়ে
ঢেউ-এর মতন যাই!
আজ স্বাধীন এ দেশে! বেহেশ্‌তও না চাই!
আর বেহেশ্‌তও না চাই!!

[হাবিলদার-মেজর :— সাবাস্ সিপাই! ফের বল ভাই!]

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল ভাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[সৈন্যদল এক নগরের পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল। নগর-বাসিনীরা ঝরকা হইতে মুখ বাড়াইয়া এক মহান দৃশ্য দেখিতেছিল; তাহাদের চোখ-মুখ আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত। আজ বধূর মুখের বোর্‌খা খসিয়া পড়িয়াছে। ফুল ছড়াইয়া হাত দুলাইয়া তাহারা বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করিতেছিল। সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল।]

ঐ শুনেছিস্? ঝরকাতে সব বল্‌ছে ডেকে বৌ-দলে
"কে বীর তুমি? কে চলেছে চৌদোলে?"
চিনিস্ নে কি? এমন বোকা বোনগুলি সব!—কামাল এ যে কামাল!
পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে! ভাই যে তোদের!
হা না হ'লে কা'র হবে আর রৌশন্ এমন জামাল?
কামাল এ যে কামাল!!
উড়িয়ে দেবো পুড়িয়ে দেবো ঘর-বাড়ী সব সামাল!
ঘর-বাড়ী সব সামাল!
আজ আমাদের খুন ছুটেছে, হোশ টুটেছে,
ডগমগিয়ে জোশ উঠেছে!
সাম্‌নে থেকে পালাও!
শোহরত দাও নওরাতি আজ! হর্ ঘরে দীপ জ্বালাও!
সাম্‌নে থেকে পালাও!
যাও ঘরে দীপ জ্বালাও!!

[হাবিলদার-মেজর— লেফ্‌ট্ ফর্ম্! লেফ্‌ট্! রাইট্! লেফ্‌ট্!— ফরওয়ার্ড!]

[বাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া গেল। পার্শ্বেই পরিখার সারি। পরিখা-ভর্তি নিহত সৈন্যের দল পচিতেছে এবং কতকগুলি অ-সামরিক নগরবাসী তাহা ডিঙাইয়া চলিতেছে।

ইস্! দেখেছিস্! ঐ কারা ভাই সাম্‌নে চলেন পা,
ফ'স্‌কে মরা আধ-মরাদের মাড়িয়ে ফেলেন বা!

জামাল—রূপ। জোশ—উত্তেজনা। শোহরত—ঘোষণা। নওরাতি—উৎসব-রাত্রি।

ও তাই শিউরে ওঠে গা!
হাঃ হাঃ হাঃ!
ম'রলো যে সে ম'রেই গেছে,
বাঁচ্‌লো যারা রইলো বেঁচে।
এই তো জানি সোজা হিসাব! দুঃখ কি আর আঃ!
মরায় দেখে ডরায় এরা! ভয় কি মরায়? বাঃ!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

[সম্মুখে সঙ্কীর্ণ ভগ্ন সেতু। হাবিলদার-মেজর অর্ডার দিল–"ফর্ম্ ইন্‌টু সিঙ্গল্ লাইন।" এক একজন করিয়া বুকের পিঠের নিহত ভাইদের চাপিয়া ধরিয়া অতি সন্তর্পণে "শ্লো মার্চ্চ" ধরিয়া পার হইতে লাগিল।]

সত্যি কিন্তু ভাই!
যখন মোদের বক্ষে বাঁধা ভাইগুলির এই মুখের পানে চাই–
কেমন সে এক ব্যথায় তখন প্রাণটা কাঁদে যে সে!
কে যেন দুই বজ্র-হাতে চেপে ধ'রে কল্‌জেখানা পেষে!
নিজের হাজার ঘায়েল জখম ভুলে তখন ডুক্‌রে কেন কেঁদেও ফেলি শেষে!
কে যেন ভাই কল্‌জেখানা পেষে!!

ঘুমোও পিঠে, ঘুমোও বুকে, ভাইটি আমার, আহা!
বুকে যে ভরে হাহাকারে যতই তোরে সাব্বাস্ দিই,
যতই বলি বাহা!
লক্ষ্মীমণি ভাইটি আমার, আহা!!
ঘুমোও ঘুমোও মরণ-পারের ভাইটি আমার, আহা!!
অস্ত-পারের দেশ পারায়ে বহুৎ সে দূর তোদের ঘরের রাহা,
ঘুমোও এখন ঘুমোও ঘুমোও ভাইটি ছোট আহা।
মরণ-বধূর লাল রাঙা বর! ঘুমো!
আহা, এমন চাঁদমুখে তোর কেউ দিল না চুমো।

হতভাগা রে!
ম'রেও যে তুই দিয়ে গেলি বহুৎ দাগা রে
না জানি কোন্ ফুটতে-চাওয়া মানুষ-কুঁড়ির হিয়ায়!
তরুণ জীবন এম্‌নি গেল, একটি রাতও পেলিনে রে বুকে কোনো প্রিয়ায়!
তরুণ খুনের তরুণ শহীদ! হতভাগা রে!
ম'রেও যে তুই দিয়ে গেলি বহুৎ দাগা রে!
তাই যত আজ লিখনে-ওয়ালা তোদের মরণ স্ফুর্তি-সে জোর লেখে
এক লাইনে দশ হাজারের মৃত্যু-কথা! হাসি রকম দেখে!
ম'রলে কুকুর ওদের, শহীদ-গাথার বই লেখে!
খবর বেরোয় দৈনিকে,
আর একটি কথায় দুঃখ জানান, "জোর ম'রেছে দশটী হাজার সৈনিকে!"
আঁখির পাতা ভিজলো কি না কোনো কালো চোখের,
জানলে না হায় এ জীবনে ঐ সে তরুণ দশটি হাজার লোকের!
প'চে মরিস্ পরিখাতে, মা-বোনেরাও শুনে বলে 'বাহা'।
সৈনিকেরই সত্যিকারের ব্যথার ব্যথী কেউ কি রে নেই? আহা!–
আয় ভাই তোর বৌ এলো ঐ সন্ধ্যা মেয়ে রক্ত-চেলী প'রে,
আঁধার-শাড়ী প'রবে এখন প'শ্‌রে যে তোর গোরের বাসর-ঘরে!–
ভাবতে নারি, গোরের মাটি ক'রবে মাটি এ মুখ কেমন ক'রে–
সোনা মাণিক ভাইটি আমার ওরে!
বিদায়-বেলায় আরেকটি বার দিয়ে যা ভাই চুমো!
অনাদরের ভাইটি আমার! মাটির মায়ের কোলে এবার ঘুমো!!

[নিহত সৈন্যদের নামাইয়া রাখিয়া দিয়া সেতু পার হইয়া আবার জোরে মার্চ্চ করিতে করিতে তাহাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল।]

ঠিক ব'লেছ দোস্ত তুমি!
চোস্ত কথা! আয় দেখি তোর হস্ত চুমি!

মৃত্যু এরা জয় ক'রেছে কান্না কিসের
আব্-জম্-জম্ আনলে এরা, আপনি পিয়ে কল্সী বিষের!
কে ম'রেছে! কান্না কিসের?
বেশ ক'রেছে!
দেশ বাঁচাতে আপ্নারি জান শেষ ক'রেছে!
বেশ ক'রেছে!!
শহীদ ওরাই শহীদ!
বীরের মতন প্রাণ দিয়েছে খুন ওদেরি লোহিত!
শহীদ ওরাই শহীদ!!

[এইবার তাহাদের তাম্বু দেখা গেল। মহাবীর আনোয়ার পাশা বহু সৈন্য সামন্ত ও সৈনিকের আত্মীয়-স্বজন লইয়া বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন দেখিয়া সৈন্যগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া "ডবল মার্চ্চ" করিতে লাগিল।]

হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো হো!
ভাই-বেরাদর পালাও এখন! দূর্ রহো! দূর্ রহো!!
হুর্‌রো হো! হুর্‌রো হো!

[কামাল পাশাকে কোলে লইয়া নাচিতে লাগিল]

হৌ হৌ হৌ! কামাল জিতা রও!
কামাল জিতা রও!
ও কে আসে! আনোয়ার ভাই?—
আনোয়ার ভাই! জানোয়ার সব সাফ্!
জোর নাচো ভাই! হর্দম্ দাও লাফ্!
আজ জানোয়ার সব সাফ্!
হুর্‌রো হো! হুর্‌রো হো!!

আব্-জম্-জম্—মন্দাকিনী সুধা। ভাই-বেরাদর—আত্মীয়-স্বজন। জিতা রও—বেঁচে থাক।

সবকুছ্ আব্ দূর্ রহো!—হুর্‌রো হো! হুর্‌রো হো!!
রণ জিতে জোর মন মেতেছে!— সালাম সবায় সালাম!—
নাচ্না থামা রে!
জখমী-ঘায়েল ভাইকে আগে আস্তে নামা রে!
নাচ্না থামা রে!

[আহতদের নামাইতে নামাইতে]

কে ভাই? হাঁ, হাঁ, সালাম!
—ঐ শোন্ শোন্ সিপাহ্-সালার কামাল ভাই-এর কালাম!

[সেনাপতির অর্ডার আসিল]

"সাবাস্! থামো! হো হো!
সাবাস্! হল্ট! এক! দো!!"

[এক নিমিষে সমস্ত কলরোল নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখনো কিন্তু তারায় তারায় যেন ঐ বিজয়-গীতির হারাসুর বাজিয়া বাজিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলিয়া গেল।]

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল ভাই।
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

আব্—এখন। সিপাহ্-সালার—প্রধান সেনাপতি। কালাম—হুকুম। জখমী-ঘায়েল—আহত।

আনোয়ার

[স্থান-প্রহরী-বেষ্টিত অন্ধকার কারাগৃহ, কনস্ট্যান্টিনোপল্।
কাল–অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি।]

চারিদিক্ নিস্তব্ধ নির্ব্বাক্। সে মৌনা নিশীথিনীকে ব্যথা দিতেছিল শুধু কাফ্রি-সান্ত্রীর পায়চারীর বিশ্রী খট্ খট্ শব্দ। ঐ জিন্দানখানায় মহাবাহু আনোয়ারের জাতীয়-সৈন্যদলের সহকারী এক তরুণ সেনানী বন্দী। তাহার কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ, ডাগর চোখ, সুন্দর গঠন–সমস্ত কিছুতে যেন একটা ব্যথিত বিদ্রোহের তিক্ত ক্রন্দন ছল-ছল করিতেছিল। তরুণ প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখাপাতে তাহাকে তাহার বয়স অপেক্ষা অনেকটা বেশি বয়স্ক বোধ হইতেছিল।

সেই দিনই ধামা-ধরা সরকারের কোর্টমার্শালের বিচারে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে যে, পরদিন নিশিভোরে তরুণ সেনানীকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

আজ হতভাগার সেই মুক্তি-নিশীথ, জীবনের সেই শেষরাত্রি। তাহার হাতে, পায়ে, কটিদেশে, গর্দ্দানে উৎপীড়নের লৌহ-শৃঙ্খল। শৃঙ্খল-ভারাতুর তরুণ সেনানী স্বপ্নে তাহার 'মা'কে দেখিতেছিল। সহসা চীৎকার করিয়া সে জাগিয়া উঠিল। তাহার পর চারিদিকে কাতর নয়নে একবার চাহিয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই। শুধু হিমানী-সিক্তবায়ু হা হা স্বরে কাঁদিয়া গেল, "হায় মাতৃহারা!"

স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া তরুণ সেনানী ব্যর্থ-রোষে নিজের বামবাহু নিজে দংশন করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। কারাগৃহের লৌহশলাকায় তাহার শৃঙ্খলিত দেহভার বারে বারে নিপতিত হইয়া কারাগৃহ কাঁপাইয়া তুলিতেছিল।

এখন তাহার অস্ত্র-গুরু আনোয়ারকে মনে পড়িল। তরুণ বন্দী চীৎকার করিয়া উঠিল–"আনোয়ার!"

আনোয়ার! আনোয়ার!
দিলওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো আর
নেস্ত-ও-নাবুদ কর, মারো যত জানোয়ার!
আনোয়ার! আফসোস্!
বখ্‌তেরই সাফদোষ,
রক্তেরও নাই ভাই আর সে যে তাপ জোশ,
ভেঙে গেছে শমশের–পড়ে আছে খাপ কোষ!
আনোয়ার! আফসোস্!

আনোয়ার! আনোয়ার!
সব যদি সুমসাম, তুমি কেন কাঁদ আর?
দুনিয়াতে মুস্‌লিম, আজ পোষা জানোয়ার!
আনোয়ার! আর না!–
দিল্ কাঁপে কার না?
তল্‌ওয়ারে তেজ নাই! তুচ্ছ স্মার্ণা
ঐ কাঁপে থরথর মদিনার দ্বার না?
আনোয়ার! আর না!

আনোয়ার! আনোয়ার!
বুকে ফেড়ে আমাদের কলিজাটা টানো, আর
খুন কর–খুন কর ভীরু যত জানোয়ার!
আনোয়ার! জিঞ্জির-
পরা মোরা খিঞ্জীর?
শৃঙ্খলে বাজে শোনো রোণা-রিন্-ঝিন্ কির,–
নিবু-নিবু ফোয়ারা বহ্নির ফিন্‌কির!
গর্দ্দানে জিঞ্জির!

দিলওয়ার–সাহসী। বখ্‌ত্–অদৃষ্ট। জোশ–উত্তেজনা। সুমসাম–নিঝ্‌ঝুম্। জিঞ্জির–শৃঙ্খল। খিঞ্জীর–শুকর। রোণা–ক্রন্দন।

আনোয়ার! আনোয়ার!
দুর্ব্বল এ গিদ্‌ধড়ে কেন তড়পানো আর?
জোর্‌ওয়ার্ শের কই?--জের্‌বার আনোয়ার!
আনোয়ার! মুশ্‌কিল
জাগা কঞ্জুশ-দিল,
ঘিরে আসে দাবানল তবু নাই হুঁশ তিল!
ভাই আজ শয়তান-ভাই-এ মারে ঘুষ কিল!
আনোয়ার! মুশ্‌কিল!

আনোয়ার! আনোয়ার!
বেইমান মোরা, নাই জান আধ-খানও আর!
কোথা খোঁজো মুস্‌লিম?—শুধু বুনো জানোয়ার।
আনোয়ার! সব শেষ!—
দেহে খুন অবশেষ!—
টুটা তেরি তলওয়ার ছিন্ লিয়া যব্ দেশ
আওরত সব ছি ছি ক্রন্দন রব পেশ!!
আনোয়ার! সব শেষ!

আনোয়ার! আনোয়ার!
জনহীন এ বিয়াবানে মিছে পস্তানো আর!
আজো যারা বেঁচে আছে তারা ক্ষ্যাপা জানোয়ার!
আনোয়ার! —কেউ নাই।
হাতিয়ার? — সেও নাই।
দরিয়াও থম্‌থম্ নাই তাতে ঢেউ ছাই!
জিঞ্জির গলে আজ বেদূঈন-দে'ও ভাই!
আনোয়ার! কেউ নাই!

জোর্‌ওয়ার্—বলবান্। শের—বাঘ। জিঞ্জির—শৃঙ্খল। গিদ্‌ধড়—শৃগাল। জোর্‌বার—ক্ষত-বিক্ষত।
কঞ্জুশ-দিল--কৃপণ মন। হাতিয়ার—অস্ত্র। বিয়াবান—মরুভূমি।

আনোয়ার! আনোয়ার!
যে বলে সে মুস্‌লিম--জিভ ধরে টানো তার!
বেইমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার!
আনোয়ার! ধিক্কার!
কাঁধে ঝুলি ভিক্ষার--
তলওয়ারে শুরু যার স্বাধীনতা শিক্ষার!
যারা ছিল দুর্দ্দম আজ তারা দিক্‌দার!
আনোয়ার! ধিক্কার!

আনোয়ার! আনোয়ার!
দুনিয়াটা খুনিয়ার, তবে কেন মানো আর
রুধিরের লোহু আঁখি!--শয়তানী জানো সার!
আনোয়ার! পস্তায়
বৃথা লোকে সম্‌ঝায়,
ব্যথাহত বিদ্রোহী দিল নাচে ঝঞ্ঝায়,
খুন-খেকো তলওয়ার আজ শুধু রণ চায়,
আনোয়ার! পস্তায়!

আনোয়ার! আনোয়ার!
পাশা তুমি নাশা হও মুস্‌লিম জানোয়ার,
ঘরে যত দুশ্‌মন, পরে কেন হানো মার!
আনোয়ার! এস ভাই!
আজ সব শেষ-ও যাই!
ইস্‌লামও ডুবে গেল, মুক্ত স্বদেশও নাই!--
তেগ ত্যজি বরিয়াছি ভিখারীর বেশও ভাই!
আনোয়ার! এসো ভাই!!

দিক্‌দার—তিক্ত-বিরক্ত। তেগ--তলোয়ার।

[সহসা কাফ্রী সান্ত্রীর ভীম চ্যালেঞ্জ প্রলয়-ডম্বরুধ্বনির মত হুঙ্কার দিয়া উঠিল "এয় নৌজওয়ান, হুসিয়ার!" অধীর ক্ষোভে তিক্ত রোষে তরুণের দেহের রক্ত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। তাহার কটিদেশের, গর্দ্দানের পায়ের শৃঙ্খল খান্ খান্ হইয়া টুটিয়া গেল, শুধু হাতের শৃঙ্খল টুটিল না! সে সিংহ-শাবকের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল—

এয় খোদা! এয় আলী! লাও মেরী তলোয়ার!

[সহসা তাহার ক্লান্ত আঁখির চাওয়ায় তুরস্কের বন্দিনী মাতৃ-মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। ঐ মাতৃমূর্ত্তির পার্শ্বেই তাহার মায়েরও শৃঙ্খলিতা ভিখারিণী বেশ। তাঁহাদের দুইজনেরই চোখের কোণে দুই বিন্দু করিয়া করুণ অশ্রু। অভিমানী পুত্র অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাঁদিয়া উঠিল—]

ও কে? ওকে ছল আর?
না—মা, মরা জানকে এ মিছে তরসানো আর।
আনোয়ার!! আনোয়ার!!

[কাপুরুষ প্রহরীর ভীম প্রহরণ বিদ্রি বন্দী তরুণ সেনানীর পৃষ্ঠের উপর পড়িল। অন্ধ কারাগারের বদ্ধ রন্ধ্রে তাহারই আর্ত্ত প্রতিধ্বনি গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল—]

"আঃ—আঃ—আঃ!"

আজ নিখিল বন্দীগৃহে ঐ মাতৃ-মুক্তি-কামী তরুণেরই অতৃপ্ত কাঁদন ফরিয়াদ করিয়া ফিরিতেছে। যেদিন এ ক্রন্দন থামিবে, সেদিন সে কোন্ অচিন্ দেশে থাকিয়া গভীর তৃপ্তির হাসি হাসিবে জানি না। তখন হয় তো হারা-মা-আমার আমায় "তারার পানে চেয়ে চেয়ে" ডাকিবেন। আমিও হয় তো আবার আসিব। মা কি আমায় তখন নূতন নামে ডাকিবেন? আমার প্রিয়জন কি আমায় নূতন বাহুর ডোরে বাঁধিবে? আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছে, আর কেন যেন মনে হইতেছে—"আসিবে সেদিন আসিবে।"

তরসানো—দুঃখ দেওয়া। ফরিয়াদ—appeal, অভিযোগ।

রণ-ভেরী

[গ্রীসের বিরুদ্ধে আঙ্গোরা-তুর্ক-গভর্ণমেণ্ট যে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন, সেই যুদ্ধে কামাল পাশার সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে দশ হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক প্রেরণের প্রস্তাব শুনিয়া লিখিত।]

ওরে আয়!
ঐ মহাসিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়—
ওরে আয়!
ঐ ইস্‌লাম ডুবে যায়!
যত শয়তান
সারা ময়দান
জুড়ি' খুন তার পিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জয়-গান শোন্ গায়!
আজ শখ করে' জুতি-টক্করে
তোড়ে শহীদের খুলি দুশমন পায় পায়—
ওরে আয়!
তোর জান যায় যাক, পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়!
ধরে ঝাণ্ডার ঝুঁটি দাপটিয়া শুধু মুসলিম-পঞ্জায়!
তোর মান যায় প্রাণ যায়—
তবে বাজাও বিষাণ, ওড়াও নিশান! বৃথা ভীরু সমঝায়!
রণ দুর্ম্মদ রণ চায়!
ওরে আয়!
ঐ মহা-সিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়!

ওরে আয়!
ঐ ঝনন-নন-নন রণ-ঝন ঝঞ্ঝনা শোনা যায়!
শুনি এই ঝঞ্ঝনা নেবে গঞ্জনা কে রে হায়?
ওরে আয়!
তোর ভাই ম্লান চোখে চায়,
মরি লজ্জায়,
ওরে সব যায়
তবু কব্‌জায় তোর শম্‌শের নাহি কাঁপে আফ্‌সোসে হায়?
রণ দুন্দুভি শুনি' খুন-খুবী
নাহি নাচে কি রে তোর মরদের ওরে দিলীরের গোর্দ্দায়?
ওরে আয়!
মোরা দিলাবার খাঁড়া তলোয়ার হাতে আমাদেরি শোভা পায়
তারা খিঞ্জীর, যারা জিঞ্জীর-গলে ভূমি চুমি' মুরছায়।
আরে দূর দূর! যত কুক্কুর
আসি শের-বব্বরে লাথি মারে ছি ছি ছাতি চ'ড়ে! হাতী
ঘা'ল হবে ফেরু-ঘায়!
ঐ ঝনন-নন-নন রণ-ঝন-ঝন ঝঞ্ঝনা শোনা যায়!
ওরে আয়!
বোলে দ্রিম্ দ্রিম্ তানা দ্রিম্ দ্রিম্ ঘন রণ-কাড়া নাকাড়ায়!
ঐ শের-নর হাঁকড়ায়
ওরে আয়!
ছোড় মন-দুখ
হোক্ কন্দুক
ঐ বন্দুক তোপ, সন্দুক তোর প'ড়ে থাক্, স্পন্দুক বুক ঘায়!

শমশের—তরবারি। খুন-খুবী—রক্তোন্মত্ততা। দিলীর—সাহসী, নির্ভীক। দিলাবার—প্রাণবন্ত। জিঞ্জীর—শিকল। শের-বব্বর—সিংহ। শের-নর—পুরুষ-সিংহ। হাঁকড়ায়—গর্জ্জন করিতেছে।

নাচ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।
থৈ তাণ্ডব আজ পাণ্ডব সম খাণ্ডব-দাহ চাই!
ওরে আয়!
কর কোরবান আজ তোর জান দিল্ আল্লার নামে ভাই!
ঐ দীন দীনরব আহব বিপুল বসুমতী ব্যোম ছায়!
শেল- গর্জ্জন
করি' তর্জ্জন
হাঁকে, 'বর্জ্জন নয় অর্জ্জন' আজ শির তোর চায় মা'য়!
সব গৌরব যায় যায়;
ওরে আয়!
বোলে দ্রিম্ দ্রিম্ তানা দ্রিম্ দ্রিম্ ঘন রণ-কাড়া-নাকাড়ায়!
ওরে আয়!
ঐ কড়্ কড়্ বাজে রণ-বাজা, সাজ্ সাজ্ রণ-সজ্জায়
ওরে আয়!
মুখ ঢাকিবি কি লজ্জায়!
হর হররে!
সেই পুর রে যথা খুন-খোশ রোজ খেলে হররোজ দুষমন-খুনে ভাই।
সেই বীর-দেশে চল্ বীর বেশে
আজ মুক্ত দেশের মুক্তি দিতে রে বন্দীরা ঐ যায়।
ওরে আয়!
বল্ 'জয় সত্যম্ পুরুষোত্তম ভীরু যারা মার খায়!
নারী আমাদেরি শুনি' রণ-ভেরী হাসে খল খল হাত-তালি দিয়ে রণে ধায়!
মোরা রণ চাই রণ চাই,
তবে বাজাহ্ দামামা, বাঁধহ আমামা, হাতিয়ার পাঞ্জায়!
মোরা সত্য ন্যায়ের সৈনিক, খুন-গৈরিক বাস গায়।

কোরবান—উৎসর্গ। খুন-খোশ-রোজ—রক্ত মহোৎসব। হররোজ—প্রতিদিন। আমামা—শিরস্ত্রাণ।

ওরে আয়!
ঐ কড় কড় বাজে রণ-বাজা, সাজ সাজ রণসজ্জায়
ওরে আয়!
অব- রুদ্ধের দ্বারে যুদ্ধের হাঁক নকীব ফুকারি' যায়!
তোপ্ দ্রুম্ দ্রুম্ গান গায়!
ওরে আয়!
ঐ ঝনন রণন খঞ্জর-ঘাত পঞ্জরে মূরছায়!
হাঁকো হাইদর,
নাই নাই ডর,
ঐ ভাই তোর খুর-চর্খীর সম খুন খেয়ে খুর খায়!
ঝুটা 'দৈত্যেরে নাশি', সত্যেরে
দিবি জয়-টীকা তোরা, ভয় নাই ওরে ভয় নাই হত্যায়!
ওরে আয়!
মোরা খুন-জোশী বীর, কঞ্জুসী লেখা আমাদের খুনে নাই।
দিয়ে সত্য ও ন্যায়ে বাদশাহী, মোরা জালিমের খুন খাই!
মোরা দুর্ম্মদ, ভরপুর মদ
খাই ইশ্‌কের, ঘাত শম্‌শের ফের নিই বুক নাঙ্গায়!
লাল- পল্টন মোরা সাচ্চা,
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা,
মরি জালিমের দাঙ্গায়!
মোরা অসি বুকে বরি হাসি মুখে মরি জয় স্বাধীনতা গাই!
ওরে আয়!
ঐ মহা-সিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়!!

নকীব—তূর্য্যবাদক। হাইদর—মহাবীর হযরত আলীর হাঁক। কঞ্জুসী—কৃপণতা। খুন-জোশী—রক্তপাগলামী। ইশ্‌কের—প্রেমের। শহীদান—Martyrs।

"শাত্-ইল্-আরব"

শাতিল্ আরব! শাতিল্ আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।
যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী,
য়ুনানী মিস্‌রী আরবী কেনানী;—
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ বেদুঈনদের চাঙ্গা শির!
নাঙ্গা-শির—
শম্‌শের হাতে আঁসু-আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর-নারীর!
শাতিল্ আরব! শাতিল্ আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

'কুত-আমারা'র রক্তে ভরিয়া
দজ্‌লা এনেছে লোহুর দরিয়া;
উগারি সে খুন তোমাতে দজ্‌লা নাচে ভৈরব 'মস্তানী'র ত্রস্তা-নীর
গর্জ্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত,—"শাস্তি দিয়েছি গোস্তাখীর।"
দজ্‌লা-ফোরাত-বাহিনী শাতিল! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা
ইরাক্ আজমে ক'রেছ ধন্যা,—
বীর-প্রসূ দেশ হ'ল বরেণ্য মরিয়া মরণ মর্দ্দমীর মর্দ্দ বীর

শাতিল আরব—আরব দেশের এক নদীর নাম। দিলীর—অসম সাহসী। য়ুনানী—য়ুনান দেশের অধিবাসী। মিস্‌রী—মিসরের অধিবাসী। কেনানী—কেনানের অধিবাসী। চাঙ্গা—টাটকা। কুত-আমারা—কুতল-আমারা নামক স্থান, যেখানে জেনারেল টাউনসেন্ড বন্দী হন। দজ্‌লা—টাইগ্রীস নদী। ফোরাত—ইউফ্রেটিস্। মর্দ্দমী—পৌরুষ। ইরাক্ আজম—মেসোপটেমিয়া।

শাহারায় এরা ধুঁকে' মরে তবু পারে না শিকল পদ্ধতির।
শাতিল্ আরব! শাতিল্ আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

দুষমন লোহু ঈর্ষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিল্-মিল,
বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে পিষে নীল খুন পিণ্ডারীর! জিন্দা বীর
'জুল ফিকার' আর 'হায়দরী' হাঁক হেথা আজো হজরত্ আলীর—
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।

ললাটে তোমার ভাস্বর টীকা
বস্‌রা-গুলের বহ্নিতে লিখা;
এ যে বসোরার খুন-খারাবী গো রক্ত-গোলাপ-মঞ্জরীর! খঞ্জরীর
খঞ্জরে ঝরে খর্জ্জুর সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত শির!
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

ইরাক্-বাহিনী! এ যে গো কাহিনী,—
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
তোমারও দুঃখে "জননী আমার!" বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর! রক্ত-ক্ষীর—
পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু' ফোঁটা ভক্ত-বীর।
শহীদের দেশ! বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির!

জিন্দা—জীবন্ত।

খেয়া-পারের তরণী

যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়া পার,
বজ্রেরি তূর্য্যে এ গর্জ্জেছে কে আবার?
প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে?
ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে!

নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ!
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ!
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে।

তমসাবৃতা ঘোরা 'কিয়ামত' রাত্রি,
খেয়া পারে আশা নাই ডুবিল রে যাত্রী—
দমকি' দমকি' দেয়া হাঁকে কাঁপে দামিনী,
শিঙ্গার হুঙ্কারে থর থর যামিনী!

লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে—
অবহেলি' জলধির ভৈরব গর্জ্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জ্জন!

পুণ্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্ম্মেরি বর্ম্মে সু-রক্ষিত দিল্ সাফ!
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতেও;
কাণ্ডারী আহ্‌মদ, তরী ভরা পাথেয়!
আবুবকর উস্‌মান ওমর আলী হায়দর
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী-মুখে সারি গান—লা শারীক আল্লাহ্!

'শাফায়ত'-পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
'জান্নত' হ'তে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ ফুল।
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী,
গাও জোরে সারি গান-ওপারের যাত্রী!

বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হ'ল পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার!

আহ্‌মদ—মোহাম্মদ (দঃ)। লা শরিক আল্লাহ্—ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ উপাস্য নাই। জান্নত—স্বর্গ।
শাফায়ত—পরিত্রাণ।

কোরবানী

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
দুর্ব্বল! ভীরু! চুপ রহো, ওহো খাম্‌খা ক্ষুব্ধ মন!
ধ্বনি উঠে রণি' দূর বাণীর,
আজিকার এ খুন কোর্‌বানীর!
দুম্বা-শির রুম্-বাসীর
শহীদের শির সেরা আজি।—রহ্‌মান কি রুদ্র নন?
ব্যাস্! চুপ খামোশ রোদন!
আজ শোর ওঠে জোর "খুন দে, জান দে, শির দে বৎস" শোন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
খঞ্জর মারো গর্দ্দানেই,
পঞ্জরে আজি দরদ্ নেই,
মর্দ্দানী'ই পর্দ্দা নেই,
ডরতা নেই আজ খুন্-খারাবীতে রক্ত-লুব্ধ মন!
খুনে খেল্‌বো খুন-মাতন!
দুনো উন্মাদনাতে সত্য মুক্তি আন্‌তে যুঝবো রণ।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
চ'ড়েছে খুন আজ খুনিয়ারার
মুস্‌লিমে সারা দুনিয়াটার!

রহ্‌মান—করুণাময়; খামোশ—নীরব; গর্দ্দানে—স্কন্ধে।

'জুল্‌ফেকার' খুলবে তার
দু'ধারী ধার শেরে-খোদার, রক্তে-পূত-বদন!
খুনে আজকে রুধ্‌বো মন
ওরে শক্তি-হস্তে মুক্তি, শক্তি রক্তে সুপ্ত শোন্।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
আস্তানা সিধা রাস্তা নয়,
'আজাদী' মেলে না পস্তানো'য়!
দস্তা নয় সে সস্তা নয়!
হত্যা নয় কি মৃত্যুও? তবে রক্ত-লুব্ধ কোন্
কাঁদে—শক্তি-দুস্থ শোন্—
"এয় ইব্‌রাহীম্ আজ কোরবানী কর শ্রেষ্ঠ পুত্র ধন!"
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
এ তো নহে লোহু তরবারের
ঘাতক জালিম জোর্‌বারের!
কোরবানের জোরজানের
খুন এ যে, এতে গোর্দ্দা ঢের রে, এ ত্যাগে 'বুদ্ধ' মন!
এতে মা রাখে পুত্র পণ!
তাই জননী হাজেরা বেটারে পরা'লো বলির পূত বসন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

জুলফেকার—মহাবীর হজরত আলীর বিশ্বত্রাস তরবারী। শেরে-খোদা—খোদার সিংহ; হজরত আলীকে এই গৌরবান্বিত নামে অভিহিত করা হয়। জোর্‌বার—বলদৃপ্ত। জোরজান—মহাপ্রাণ। আজাদী—মুক্তি। ইব্রাহিম—Abraham। হাজেরা—হজরত-ইব্রাহিমের স্ত্রী। আব্বা—বাবা। আরশ—খোদার সিংহাসন। কিয়ামত—মহাপ্রলয়ের দিন।

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
এই দিনই 'মীনা'-ময়দানে
পুত্র-স্নেহের গর্দ্দানে
ছুরি হেনে 'খুন ক্ষরিয়ে নে'
রেখেছে আব্বা ইব্‌রাহীম্ সে আপনা রুদ্র পণ!
ছি ছি! কেঁপো না ক্ষুদ্র মন!
আজ জল্লাদ নয়, প্রহ্লাদ-সম মোল্লা খুন-বদন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
দ্যাখ কেঁপেছে 'আরশ' আস্‌মানে,
মদ-খুনী কি রে রাশ মানে?
ত্রাস প্রাণে? তবে রাস্তা নে!
প্রলয়-বিষাণ 'কিয়ামতে' তবে বাজবে কোন বোধন?
সে কি সৃষ্টি-সংশোধন?
ওরে তাথিয়া তাথিয়া নাচে ভৈরব বাজে ডম্বরু শোন!—
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
মুস্‌লিম-রণ-ডঙ্কা সে,
খুন দেখে করে শঙ্কা কে?
টঙ্কারে অসি ঝঙ্কারে,
ওরে হুঙ্কারে, ভাঙি গড়া ভীম কারা, ল'ড়বো রণ-মরণ!
ঢালে বাজবে ঝন্-ঝনন!
ওরে সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন-মোচন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
জোর চাই, আর যাচ্‌না নয়,

কোরবানী-দিন আজ না ওই?
বাজ্‌না কই? সাজ্‌না কই?
কাজ না আজিকে জান্ মাল দিয়ে মুক্তির উদ্ধরণ?
বল্—"যুঝবো জান্ ভি পণ!"
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণ-কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ,
আজ আল্লার নামে জান্ কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

মোহর্‌রম

নীল সিয়া আস্‌মান, লালে লাল দুনিয়া।—
"আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।"
কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে!
রুদ্র মাতম্ ওঠে দুনিয়া-দামেশ্‌কে—
"জয়নালে পরালো এ খুনিয়ারা বেশ কে?"
'হায় হায় হোসেনা', ওঠে রোল ঝঞ্ঝায়,
তলওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদেরো পঞ্জায়!
উন্মাদ দুলদুল্ ছুটে ফেরে মদিনায়,
আলি-জাদা হোসেনের দেখা হোথা যদি পায়!
মা ফাতেমা আস্‌মানে কাঁদে খুলি' কেশপাশ,
বেটাদের লাশ নিয়ে বধূদের শ্বেত বাস!
রণে যায় কাসিম ঐ দু'ঘড়ির নওশা,
মেহেদীর রঙটুকু মুছে গেল সহসা!
'হায় হায়' কাঁদে বায় পূরবী ও দখিনা—
কঙ্কণ পঁইচি খুলে ফেল সকীনা!'

আম্মা—মা। মাতম—হাহা ক্রন্দন। লাল-জাদু। দুনিয়া-দামেশকে—দামেশকরূপ দুনিয়ায়। এজিদ—হোসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা। দুলদুল—ইমাম হোসেনের ঘোড়ার নাম। কাসিম—ইমাম হাসানের পুত্র, ইমাম হোসেনের জামাতা, সকীনার স্বামী। নওশা—বর। সীমার—হোসেনের হত্যাকারী।

কাঁদে কে রে কোলে ক'রে কাসিমের কাটা-শির?
খান্ খান্ খুন হ'য়ে ক্ষরে বুক-ফাটা নীর!
কেঁদে গেছে থামি' হেথা মৃত্যুও রুদ্র,
বিশ্বের ব্যথা যেন বালিকা এ ক্ষুদ্র!
গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে কচি মেয়ে ফাতিমা,
"আম্মা গো পানি দাও ফেটে গেল ছাতি মা!"
নিয়ে তৃষা শাহারার দুনিয়ার হাহাকার,
কারবালা-প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহা কার!
দুই হাত কাটা তবু শের-নর আব্বাস্,
পানি আনে মুখে, হাঁকে দুষ্‌মনও 'সাব্বাস্'!
দ্রিম্ দ্রিম্ বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা,
হাঁকে বীর 'শির দেগা, নেহি দেগা আমামা।"
কলিজা কাবাব-সম ভুনে মরু-রোদ্দুর,
খাঁ খাঁ করে কারবালা, নাই পানি খর্জ্জুর,
মা'র স্তনে দুধ নাই, বাচ্চারা তড়্‌পায়,
জিভ চুষে' কচি জান থাকে কিরে ধড়টায়?
দাউ দাউ জ্বলে শিরে কারবালা ভাস্কর,
কাঁদে বানু—"পানি দাও, মরে জাদু আস্‌গর!"
পেলো না তো পানি শিশু পিয়ে গেল কাঁচা খুন,
ডাকে মাতা,—পানি দেবো ফিরে আয় বাছা শুন্!
পুত্রহীনার আর বিধবার কাঁদনে
ছিঁড়ে আনে মর্ম্মের বত্রিশ বাঁধনে!
তাম্বুতে শয্যায় কাঁদে একা জয়নাল,
"দাদা! তেরি ঘর কিয়া বরবাদ পয়মাল্!

ফাতেমা—ইমাম হোসেনের ছোট মেয়ে। আমামা—শিরস্ত্রাণ। বানু—আস্‌গরের মাতা।
আসগর—ইমাম হোসেনের শিশু পুত্র। বরবাদ—নষ্ট। পয়মাল—ধ্বংস। জয়নাল—হোসেনের পুত্র।

হাইদরী-হাঁক হাঁকি দুল্‌দুল্‌-আসওয়ার
শম্‌শের চম্‌কায় দুষ্‌মনে ত্রাসবার।
খ'সে পড়ে হাত হ'তে শত্রুর তরবার,
ভাসে চোখে কিয়ামতে আল্লার দরবার।
নিঃশেষ দুষ্‌মন্; ও কে রণ-শ্রান্ত
ফোরাতের নীরে নেমে মুছে আঁখি-প্রান্ত?
কোথা বাবা আস্‌গর? শোকে বুক ঝাঁঝরা
পানি দেখে হোসেনের ফেটে যায় পাঁজরা!
ধুঁকে ম'লো আহা তবু পানি এক কাৎরা
দেয় নি রে বাছাদের মুখে কম্‌জাতরা!
অঞ্জলি হ'তে পানি প'ড়ে গেল ঝর্ ঝর্,
লুটে ভূমে মহাবাহু খঞ্জর-জর্জ্জর!
হল্‌কুমে হানে তেগ ও কে ব'সে ছাতিতে?—
আফ্‌তাব ছেয়ে নিল আঁধারিয়া রাতিতে!
আসমান ভ'রে গেল গোধুলিতে দুপরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে!
বেটাদের লোহু-রাঙা পিরহাণ হাতে, আহ্—
'আরশে'র পায়া ধ'রে কাঁদে মাতা ফাতেমা,
"এয় খোদা বদ্‌লাতে বেটাদের রক্তের
মার্জ্জনা করো গোনা পাপী কম্‌বখতের।"
কত মোহর্‌রম এলো, গেল চ'লে বহু কাল—
ভুলি নি গো আজো সেই শহীদের লোহু লাল।
মুস্‌লিম! তোরা আজ 'জয়নাল আবেদীন্',
'ওয়া হোসেনা—ওয়া হোসেনা' কেঁদে তাই যাবে দিন!
ফিরে এলো আজ সেই মোহর্‌রম মাহিনা,—
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া-ক্রন্দন চাহি না।

দুল্‌দুল্‌-আসওয়ার—'দুল্‌দুল্‌' ঘোড়ার সওয়ার হোসেন। কমজাতরা—নীচ-মনাগণ। এক কাৎরা—
এক বিন্দু। হল্‌কুম—কণ্ঠ। তেগ—তরবারী। আফতাব—সূর্য্য। কমবখত—হতভাগ্য।

উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির,—
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শম্‌শের হাতে নাও বাঁধো শিরে আমামা!
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য্য,
হুঁশিয়ার ইস্‌লাম ডুবে তব সূর্য্য!
জাগো, ওঠো মুস্‌লিম, হাঁকো হাইদরী হাঁক।
শহীদের দিনে সব লালে-লাল হ'য়ে যাক!
নওশার সাজে সাজ নাও খুন-খচা আস্তীন,
ময়দানে লুটাতে রে লাশ এই খাস দিন!
হাসানের মত পিব পিয়ালা সে জহরের,
হোসেনের মত নিব বুকে ছুরি কহরের;
আস্‌গর সম দিব বাচ্চারে কোরবান,
জালিমের দাদ নেবো, দেবো আজ গোর জান!
সকীনার শ্বেত বাস দেবো মাতা কন্যায়,
কাসিমের মত দেবো জান রুধি অন্যায়।
মোহর্‌রম! কারবালা! কাঁদো "হায় হোসেনা!"
দেখো মরু-সূর্য্যে এ খুন যেন শোষে না!

মর্সিয়া—শোক-গীতি। শমশের—তরবারি। জহর—বিষ। কহর—অভিশাপ। দাদ—প্রতিশোধ।
নকীব—তূর্য্যবাদক।

সমাপ্ত